আজ বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে চালু থাকতে পারে বৈদেশিক বাণিজ্য

পুজোয় চারদিন বন্ধ থাকবে আমদানি-রপ্তানি

চ্যাংরাবান্ধা টার্মিনাসে ট্রাকের ভিড়। – সংবাদচিত্র

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

১১ অক্টোবর ঃ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শুক্রবার বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য চলবে। এই ছুটির দিনে বাণিজ্যের বিষয়ে ভারত এবং ভুটানের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে সংশয় ছিল। কারণ বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিষয়। অবশেষে সেই সম্মতি মিলেছে। তাই আজ শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে তিন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাণিজ্য মন্থরগতি কীভাবে চাঙ্গা করা যায়, সেবিষয়ে ভারত এবং ভুটানের ব্যবসায়ীদের তরফে ওই দেশের ব্যবসায়ীদের তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাণিজ্য চালু রাখা যায় কিনা এবিষয়ে প্রস্তাব দেন। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের আমদানিকারকরা তাঁদের দেশের শুল্ক দপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশ, বাণিজ্যমন্ত্রক সহ বিভিন্ন মহলে জানান। সেখানে থেকেও সম্মতি মিলেছে। এর মাঝে নতুন কোনো সমস্যা তৈরি না হলে এদিন এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারত এবং ভুটান থেকে যেমন বাংলাদেশে পণ্য পাঠানো হবে তেমনি বাংলাদেশ থেকেও পণ্য ভুটান এবং ভারতে আমদানি করা যাবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন না আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তিন দেশের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। তাই প্রক্রিয়াটি চালু না হওয়ার আগে পর্যন্ত এবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

জানা গিয়েছে, দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ থেকে ১৮ অক্টোবর এই চারদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ থাকছে। এই অবস্থায় তাই এই শুক্রবার বাংলাদেশের ছুটির দিনে বৈদেশিক বাণিজ্য চললেও তিন দেশের ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন। কারণ বাংলাদেশে রপ্তানির অপেক্ষায় পণ্য নিয়ে আসা অনেক ট্রাক এখনও চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত প্রায় একমাস ধরে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি একেবারে তলানিতে নেমে এসেছে। তাই এই অবস্থায় পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতে ওই দেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাণিজ্য করার বিষয়ে এপারের রপ্তানিকারকেরা বাংলাদেশের আমদানিকারকদের জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 'এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাতে এই শুক্রবারও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলবে। প্রাথমিকভাবে মাসের দ্বিতীয় এবং শেষ শুক্রবার এই বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওপারের ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেশের প্রশাসন সহ নানা মহলে জানানো পর সম্মতি মিলেছে বলে বাংলাদেশের আমদানিকারকদের তরফে জানানো হয়েছে।' তাই এদিন বাণিজ্য চালুর বিষয়ে আশাবাদী তিনিও।

পুজো কমিটিকে চেক দিচ্ছেন দিনহাটা থানার আইসি। ছবি ঃ প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহারে পুজোর চেক বিলি

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের তরফে ১০ হাজার টাকার চেক পেল জেলার পুজো কমিটিগুলি। পুলিশের উদ্যোগে প্রতিটি এলাকার থানাগুলির তত্ত্বাবধানে ক্লাবগুলিকে চেক তুলে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে সাময়িকভাবে এই অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার পর অবশেষে চেক মেলায় খুশি পুজোর উদ্যোক্তারা। পুলিশ জানিয়েছে, যে ক্লাবগুলির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং যারা অনুমতি নিয়ে পুজোর আয়োজন করেছে, তাদেরই এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে জানালেন, বেশ কয়েকদিন থেকেই চেক বিলির প্রক্রিয়া চলছে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ সম্পন্ন হল। বৃহস্পতিবার জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই চেক বিলির কর্মসূচি হয়েছে। কোথাও কনফারেন্স হলে পুজো উদ্যোক্তাদের ডেকে চেক দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও ক্লাবগুলিতেই পৌঁছে গিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

এদিন দিনহাটার বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে পুজো কমিটিগুলিকে চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত, দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও সৌভিক চন্দ সহ অন্যরা। আইসি সঞ্জয় দত্ত জানান, দিনহাটা শহর ও গ্রাম মিলিয়ে মোট ৪৫টি পুজো কমিটিকে চেক বিতরণ করা হয়। শতাব্দীপ্রাচীন দিনহাটা মহামায়াপাট দুর্গাপুজো কমিটিও এদিন চেক পায়।

উপসমিতি গঠিত

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র কুর্শামারি বাদে বাকি সবক'টিতে বৃহস্পতিবার দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে উপসমিতি গঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে এদিন প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল মাথাভাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে। কিন্তু কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে সূত্রের খবর।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে শিক্ষা, শিল্প পরিকাঠামো, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং কৃষি মিলিয়ে চারটি করে উপসমিতি রয়েছে। প্রতিটি উপসমিতিতে দুইজন করে সদস্য মনোনীত হয়েছেন। প্রতিটি উপসমিতি থেকে একজন করে সঞ্চালক হয়েছেন। উপসমিতির সদস্য এবং সঞ্চালক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে বলে শাসকদলের এক নেতা জানিয়েছেন।

বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস উদ্‌যাপন

কালচিনি, ১১ অক্টোবর ঃ বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস পালিত হল কালচিনিতে। বৃহস্পতিবার কালচিনির ডিমা চা বাগানের বিচ লাইনে এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিনি। এদিন এলাকার একটি স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে র‌্যালির আয়োজন করা হয়। র‌্যালিটি বাগানের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। পরে বিচ লাইন আইসিডিএস সেন্টারে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কালচিনির সুসংহত শিশুবিকাশ আধিকারিক সায়ক দাস, গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিন্দিয়া লামা প্রমুখ। সিনির প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর মুক্তা দাস বলেন, 'বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে বালিকাদের সচেতন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে এদিন। এছাড়া অনুষ্ঠানে কন্যাসন্তানের পড়াশোনায় জোর দেওয়ার কথা অভিভাবকদের বলা হয়েছে।' এলাকার আইসিডিএস কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন মুক্তা দাস।

আলিপুরদুয়ারের খবর ঃ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের আইসিডিএস প্রকল্প ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন মাঝেরডাবরি আইসিডিএস সেন্টারে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে একটি র‌্যালি করা হয়। এরপর ক্যারাটে প্রদর্শনী, সচেতনতামূলক পথনাটিকাও হয়। কিশোরীদের নিয়ে একটি ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সিডিপিও প্রণয় দে জানান, ওই সেন্টারে কিশোরী ক্লাব চালু করা হল। তাদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যা নিয়ে ওই ক্লাবে আলোচনা করা হবে।

জেলার ৩১৭টি ক্লাবকে অনুদান

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার মোট ৩১৭টি দুর্গাপুজো কমিটিকে অনুদান দিল জেলা পুলিশ। জেলার ৬টি ব্লকের পুজো কমিটিগুলিকে বৃহস্পতিবার অনুদানের চেক তুলে দেয় পুলিশ প্রশাসন। প্রতিটি পুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক দেওয়া হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার শহর এবং জংশন এলাকার কয়েকটি পুজো কমিটির হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন পুলিশ সুপার সুনীলকুমার যাদব। ফালাকাটা, বীরপাড়া, মাদারিহাট এলাকার পুজো কমিটিগুলির হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গণেশ বিশ্বাস। এসপি সুনীল যাদব বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এদিন জেলার মোট ৩১৭টি দুর্গাপুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।'

সোনার বাংলা থিমে পুজোর আয়োজন

ফেশ্যাবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শহরাঞ্চলের দুর্গাপুজোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের যে পুজো কমিটিগুলি পুজোর আয়োজন করে তাদের মধ্যে অন্যতম কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানি গঙ্গারহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দুর্গোৎসব কমিটি। এবছর তাদের পুজোর ৪৯ বছর। এবার পুজোর থিম 'সোনার বাংলা'।

অজগর উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর ঃ বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা থেকে একটি অজগর উদ্ধার করা হয়। সেটিকে উদ্ধার করেন আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থার সদস্যরা। সংস্থার সম্পাদক কৌশিক দে বলেন, 'সাপটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

বাড়িতে মা নেই, পুজোয় মন খারাপ দুই শিশুর

শালকুমারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ প্রায় এক মাস থেকে বাড়িতে মা নেই। মা না থাকায় তাই ভীষণ মন খারাপ আকাশ ও ঋত্বিকের। সেপ্টেম্বর মাসের দশ তারিখ থেকে নিখোঁজ গৃহবধূ সোনালি চম্প্রমারি কার্জি। তাঁর বাড়ি শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সীপাড়া মৌজার ভালুকারপাড় এলাকায়। স্বামী সঞ্জিৎ কার্জি দিনমজুর। স্বামী স্ত্রীর উপার্জনেই চলত সংসার। তাঁদের দুই ছেলে ৬ বছরের আকাশ ও ৫ বছরের ঋত্বিক। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির ছাত্র। সঞ্জিৎ-এর শ্বশুরবাড়ি কালচিনিতে। এক মাস আগে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর স্ত্রী সোনালি। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। এখনও সন্ধান মেলেনি। কালচিনি থানায় মিসিং ডায়ারিও হয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

এদিকে, এই ঘটনার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে দুই শিশুর মনে। মায়ের জন্য মাঝেমধ্যেই কেঁদে উঠছে দুই ভাই। গত বছরের মতো পুজোকে ঘিরে এবার তেমন আনন্দ নেই ওদের মনে। নিজের গ্রামেই রয়েছে বেশ কিছু পুজো। অন্যবার মায়ের হাত ধরে নতুন জামা পরে পুজোমণ্ডপে যেত আকাশ ও ঋত্বিক। এবারও তারা বাবার হাত ধরে পুজোমণ্ডপে যাবে। কিন্তু মায়ের অভাব পূরণ হবে না। নতুন জামা-প্যান্ট তারা এখনও পায়নি। মা না থাকায় স্কুলেও যাচ্ছে না। দুই ভাই জানাল, 'বাবা রান্না করে সকালে কাজে চলে যায়। বাড়িতে আসে সন্ধ্যার দিকে। অনেক দিন মা বাড়িতে নেই। তাই স্কুলেও যাই না। বাড়িতেই খেলাধুলো করি। দুর্গাপুজো নিয়ে তাদের মন খারাপ। জানাল নতুন জামা-প্যান্ট পাইনি। বাবা এবার কিনে দেবে না, জানিয়েছে। মাও নেই। তবে বাবার হাত ধরে পুজো দেখতে যাব।'

সঞ্জিৎ কার্জি বলেন, 'একদিন কাজ না করলে খেতে পাব না। তাই প্রতিদিন কাজে যেতেই হয়।' দুই পুত্রকে নিয়ে তিনিও চিন্তিত। ওদেরকে বাড়িতে রেখেই কাজে যেতে হচ্ছে তাকে। তিনি বলেন, 'স্ত্রীকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাইনি। দিন আনি দিন খাই। তাই পুজোতে কেনাকাটার জন্য বাড়তি টাকা আমার কাছে নেই। সেজন্য এবার ছেলেদের নতুন জামা দিতে পারছি না। তবে গ্রামের পুজোতে ওদেরকে মণ্ডপে নিয়ে যাব।'

শালকুমারহাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক কানাইলাল দাস বলেন, 'পরিবারটিকে সহায়তা করা হবে। আমরা পাশে আছি।' শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবুল কার্জি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। আমার কাছে এখনও ওই পরিবারের কেউ আসেনি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি। যথাসাধ্য সহায়তা করব।'

ব্যাংকের বিরুদ্ধে আন্দোলন

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর ঃ পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানির অভিযোগ তুলে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বলরামপুর শাখার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল বলরামপুর-১ ও ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। বৃহস্পতিবার সকালে সংশ্লিষ্ট শাখার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি শাখা প্রবন্ধককে দশ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন তৃণমূল নেতারা। আন্দোলনকারীদের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা বলরামপুর-১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কুমার নীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই শাখায় পরিসেবা পেতে সাধারণ মানুষ হয়রানির মুখে পড়েছেন। জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা কেটে নিচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ফলে সমস্যায় পড়ছেন ১০০ দিনের শ্রমিক, বিধবাভাতা ও বার্ধক্যভাতা প্রাপকরা। এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকে পাসবই আপডেট করার মেশিন বিকল হয়ে পড়ায় গ্রাহকদের ভোগান্তি বেড়েছে। সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে ব্যবস্থা গৃহীত না হলে সমস্ত গ্রাহকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপির প্রাপ্তিস্বীকার করে দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছে।

বলরামপুরে ব্যাংকের সামনে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ। ছবি ঃ তুষার দেব

মুজনাই সেতুর সংযোগকারী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় সমস্যা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর ঃ ২০১১ সালে মধ্য খয়েরবাড়িতে মুজনাই নদীর উপর পাকা সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল। শিলান্যাস করেছিলেন মাদারিহাটের তৎকালীন বিধায়ক কুমারী কুজুর। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রায় ৭ বছর বাদে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সেতুর কাজ শেষ হয়। সেতুটি মূল রাস্তা থেকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে। তবে সেতু তৈরি হলেও তার সংযোগকারী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

এলাকার নেন্দু বর্মন, প্রসেনজিৎ বর্মন, আজিমুল হক, রবি মাঝিদের বক্তব্য, ৭ বছর পর সেতুর কাজ শেষ হল। এখন কত বছর বাদে সংযোগকারী রাস্তা হবে তা ভগবানই জানেন। সংযোগকারী রাস্তা না থাকায় সকলের সমস্যা হচ্ছে।

ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ শৈব জানান, তিনি সংযোগকারী রাস্তার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোহন শর্মাকে জানিয়েছিলেন। বাস্তুকার এসে দেখেও গিয়েছেন। কিন্তু তারপর আর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা তাঁর জানা নেই। মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির টিকিটে জয়ী সদস্য সন্তোষ কার্জি জানান, 'বহু বছর ধরে তাঁরা যাতায়াতের সমস্যায় ভুগছেন। সেতু তৈরি হলেও সংযোগকারী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।'

টোটোচালক আজিমুল হক জানান, 'রাস্তা থেকে ব্রিজটি এতটাই উঁচু যে, টোটো নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। সংযোগকারী রাস্তাটি তৈরি হলে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হবে।' আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের বাস্তুকার মলয় গোস্বামী জানান, 'কাজটি জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ থেকে করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ থেকে কাজটি আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। তবে তাঁরা পরিদর্শন করেছেন। সব রিপোর্ট রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অর্থ অনুমোদন হলেই টেন্ডার ডাকা হবে।'

মুজনাই নদীর ওপর সেতু তৈরি হলেও সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করা হয়নি। –সংবাদচিত্র

বড় আটিয়াবাড়িতে বিদ্যুতের সাবস্টেশন। ছবি ঃ পার্থসারথি রায়

পুজোয় লোডশেডিংয়ের শঙ্কা, নিরুপায় বিদ্যুৎ দপ্তর

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে দিনহাটার পুজো কমিটিগুলির এখন শেষ পর্যায়ের ব্যস্ততা চলছে। সাধারণ মানুষও পুজোর আনন্দে কেনাকাটায় ব্যস্ত। কিন্তু এই আনন্দের মাঝে বিষাদের ছায়া ফেলতে চলেছে লোডশেডিং। পুজোর দিনগুলিতেও লোডশেডিং থাকছে বলে পরিষ্কার জানাল মহকুমা বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটার বড় আটিয়াবাড়িতে অবস্থিত সাবস্টেশন থেকে পুরো দিনহাটা-১ ব্লক সহ দিনহাটা-২ ব্লকের বেশকিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ৩৩,০০০ ভোল্টের লাইন দিয়ে ঘুঘুমারি থেকে বড় আটিয়াবাড়ি সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ পৌঁছায়। কিন্তু দিনের পর দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ওই সাবস্টেশন থেকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না বিদ্যুৎ দপ্তর। ঘনঘন লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকরা কখনও পথ অবরোধ, আবার কখনও দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর সাবস্টেশনের আধুনিকীকরণ করে। ঘুঘুমারি থেকে ১,৩২,০০০ ভোল্টের টাওয়ার লাইন বিস্তারের কাজ শুরু করে দপ্তর। কিন্তু সাবস্টেশন সংলগ্ন একটি জায়গা সহ ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীরবাজার এলাকায় ৮-১০টি বাড়ির উপর দিয়ে লাইন টানতে বাধার মুখে পড়ে বিদ্যুৎ দপ্তর। এর ফলে লাইন বিস্তারের কাজ আটকে রয়েছে। কাজেই পুজোর আগে থেকে বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্য থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না বলে মহকুমা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তর কর্তৃপক্ষ জানায়। দিনহাটা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের টেকনোলজি ইনচার্জ বিনয়কৃষ্ণ আধিকারী বলেন, 'দুটি জায়গায় জমির উপর ছাড়পত্র পেতে জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেও লাভ হয়নি। এক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।'

ঘুঘুমারি থেকে সাবস্টেশন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ৩৩,০০০ ভোল্টের মূল লাইনটি অনেক পুরোনো হওয়ায় পুজোতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ কোনোভাবেই সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে বিনয়বাবু জানান।

মাছ ও মাংসের বর্জ্যে ছড়াচ্ছে দূষণ, অভিযোগ

জয়গাঁ, ১১ অক্টোবর ঃ এলাকার কিছু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে মাছমাংসের দোকান চালাচ্ছেন। ফলে এলাকায় দৃশ্যদূষণ ও পরিবেশদূষণ ছড়াচ্ছে। জয়গাঁর সুভাষপল্লির ভগৎ সিং নগর ও নেহেরু রোডের বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এলাকার মাছ ও মাংসের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার জয়গাঁ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান ফুর্বা লামা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার কিছু মাছ ও মাংসের ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে এলাকায় মাছ ও মাংস কাটছেন। আবার মাছ ও মাংসের বর্জ্য নিকাশিনালায় ও কোনো কোনো সময় রাস্তার ওপর ফেলে রাখছেন। মাংস কেটে খোলা অবস্থায় ঝুলিয়েও রাখা হয় বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় রয়েছে কয়েকটি স্কুল ও মন্দির। ফলে একদিকে স্কুলে যাওয়ার সময় পড়ুয়ারা যেমন মাংস কাটার বিভৎসয় দৃশ্য দেখে ভয় পাচ্ছে, অপরদিকে পুজো দিতে যাওয়ার সময় এমন দৃশ্য দেখে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার মহিলা ও পুরুষরা। স্থানীয় বাসিন্দা মুকেশ গুপ্তা, রাজবাহাদুর গুপ্তা সহ একাধিক ব্যক্তি জানান, এলাকার মাছ ও মাংসের ব্যবসায়ীরা যেখানে-সেখানে মাছমাংসের বর্জ্য ফেলছেন। ফলে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। ওই ব্যবসায়ীদের বিষয়টি নিয়ে বারবার বলা হলেও তাঁরা বাসিন্দাদের কথায় কর্ণপাত করছেন না। তাই তাঁরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে মাছমাংসের বর্জ্য ফেলে এলাকার নিকাশিনালা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে নিকাশিনালায় জল জমে থাকছে। মাঝেমধ্যেই রাস্তায় মাছমাংসের বর্জ্য ফেলে রাখেন ব্যবসায়ীরা বলেও অভিযোগ। মাছমাংসের পচা দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা দায় হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। জয়গাঁ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুর্বা লামা জানান, এলাকার বাসিন্দারা সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ওই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এ বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হবে। নিয়ম মেনে মাছমাংস বিক্রি না করলে ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাসিন্দারা স্মারকলিপির কপি জেলাশাসককেও দেবেন বলে জানিয়েছেন।

আবর্জনা সাফাইয়ের দাবি

ফালাকাটা, ১১ অক্টোবর ঃ ফালাকাটার সুভাষপল্লির একাধিক জায়গায় আবর্জনা জমে রয়েছে। তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। রাস্তার পাশে আবর্জনা জমে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচারীদেরও অসুবিধা হচ্ছে। সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গলিতে ঢোকার মুখে নর্দমার পাশে জমে রয়েছে আবর্জনা। কাছেই রয়েছে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফলে দুর্গন্ধের জেরে যেতে আসতে সমস্যা হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের। আবর্জনা জমে বেশকিছু নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সেগুলি দিয়ে জলও বের হতে পারছে না। এতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা অজিত দেসরকার বলেন, 'রাতের অন্ধকারে অনেকেই এসে গলির মুখে আবর্জনা ফেলে যান। এতে সমস্যা হচ্ছে সকলের। পুজোর আগে এগুলো পরিষ্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' নর্থবেঙ্গল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ফালাকাটার বিডিও ও ফালাকাটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে আবর্জনা সাফাইয়ের বিষয়ে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। আবর্জনা সাফাইয়ের পাশাপাশি নর্দমাগুলি সংস্কারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান সংস্থার সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাস। ফালাকাটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিকাশ কুণ্ডু বলেন, 'আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে আবর্জনা জমে থাকা নিকাশিনালাগুলি সংস্কারের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।' যেখানে-সেখানে আবর্জনা না ফেলার ব্যাপারে স্থানীয় মানুষকে সচেতন হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

নজরে খবর

শিশুপুত্রকে খুন

পুণ্ডিবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বুধবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানার বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালজানিতে কার্তিক বর্মন নামে এক ব্যক্তি নিজের ৭ বছরের শিশুপুত্রকে খুন করে ঘরে খাটের তলায় ফেলে রাখেন। কার্তিক গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে পুত্র সঞ্জয়কে খুন করেন। পরে নিজেই থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পারিবারিক অশান্তির কারণেই তিনি নিজের শিশুপুত্রকে খুন করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে পাঠায়।

বৃদ্ধাকে সাহায্য

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ ফের চাল, ডল সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সাহায্য পেলেন ফুলবালা বর্মন নামে ৯১ বছরের অসহায় বৃদ্ধা। তাঁর বাড়ি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটা এলাকায়। এবার তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভাস্বতী রায় নামে এমফিল পাঠরত এক ছাত্রী। বৃহস্পতিবার বৃদ্ধার বাড়িতে এসে তাঁর হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন ওই ছাত্রী। সাহায্য পেয়ে খুশি হয়েছেন বৃদ্ধাও।

তুলসী সচেতনতা

তুফানগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ তুলসী চারা বিতরণ এবং তার উপকারিতা নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ভেলাপেটা স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে ডঃ দেবব্রত তা, অনুষ্ঠানের আয়োজক ডঃ বাসবকান্তি দিন্দা, কবি কমলেশ সরকার প্রমুখ। শিবির থেকে তুলসী গাছের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১০০ প্রতিনিধির হাতে ৫টি করে তুলসী চারা তুলে দেওয়া হয় এদিন।

অনুষ্ঠানের প্রচার

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ আগামী ১০ নভেম্বর সন্তানদলের প্রতিষ্ঠাতা বালক ব্রহ্মচারীর ৯৭তম জন্মদিবস পালিত হচ্ছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার মারুগঞ্জ-মরাডাঙ্গাস্থিত বেদ-অভেদ ধামে। সেখানে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে একটানা অখণ্ড মহানাম কীর্তন চলছে। ঠাকুরের জন্মদিবসকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। চলছে খুলি বৈঠক, কর্মীসভা সহ লিফলেট প্রচারও। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমার একাধিক স্থানে কর্মীসভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বস্ত্র বিতরণ

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩৭৫ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

সম্মেলন

হলদিবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। দলের উদ্যোগে এদিন হুদুমডাঙ্গা সেবা আশ্রমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সিংহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমলকুমার রায়, লোকাল কমিটির সভাপতি শ্যামল দাস প্রমুখ। এদিনের সম্মেলন থেকে ১৩ জন সদস্যযুক্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পথনাটিকা

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ পুষ্টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পথনাটিকা করা হচ্ছে। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের সংগীত ও নাটক বিভাগের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ব্লকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। চলবে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ গোঁসাইরহাট বাজার, হাজরাহাট বাজার এবং বৈরাগীরহাট বাজারে এই পথনাটিকা পরিবেশিত হয়েছে।

মহিলা সম্মেলন

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে মহিলা সম্মেলন করবে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটি। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

সাফাই অভিযান

ফুলবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি পুরানো বাজারের ব্যবসায়ীরা সাফাই অভিযান করলেন বৃহস্পতিবার। মেন রোড, সবজি বাজার ও তার দক্ষিণ অংশ, মাছ, মাংস, ধান বাজার সহ গোটা চত্বরে এদিন সাফাই অভিযান চলে।

প্রশিক্ষণ শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা করণের আতমা প্রকল্পের সৌজন্যে এবং ন্যাশনাল এগ্রি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন-এর পরিচালনায় গুমানীহাট কৃষি মান্ডিতে অবস্থিত খনা কৃষি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দুইদিনব্যাপী ফুড প্রোসেসিং-এর উপর প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল বৃহস্পতিবার। শিবিরে অংশ নেয় ৮টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী।

পরামর্শদান শিবির

মেখলিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মেখলিগঞ্জ কলেজে চলছে তিনদিনের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শদান শিবির। মেখলিগঞ্জ কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার এই শিবিরের সূচনা হয়। শিবিরে কলেজের ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। শিবিরের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় অনেকে অংশগ্রহণ করে।